SCP #147,730

[BENGALEE.]

MISCELLANEOUS SERIES. No. 6.

এক সাহেবের দরওয়ান আর মালীতে কথোপকথন।

দরওয়ান কহিতেছে, আইস২ ভাই মালী, আমার নিকটে কিঞ্চিৎ কাল বইস, তোমাকে অতি শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসু দেখিতেছি; আজি সাহেবের বাগানে এত কি কর্ম্ম করিয়াছ, যে ঘামেতে স্নান করিয়াছ?

মালী উত্তর দিতেছে, সেলাম ভাই, আজি আমি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি, সাহেবের বাগানে কতকগুলা জঙ্গল জন্মিয়াছে, প্রাতঃকালাবধি তাহা উপড়াইতে২ আমার প্রাণান্ত হইয়াছে; না পুতিলেও যে কেন এত মিথ্যা ঘাস জন্মে ইহার কারণ কিছু বলিতে পার?

দং। হাঁ বলিতে পারি, তুমি কি ইহার কারণ কিছুই জান না? তবে বলি শুন। আমাদের সকলেরি আদি পুরুষ আদমের পাপেতে এ সকল অনর্থ ঘটিল, তিনি প্রথমতঃ এই পৃথিবীর এক প্রকার কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা না মানিয়া পাপ করাতে ঈশ্বর পৃথিবীকে এই শাপ দিয়াছিলেন, যে অতি পরিশ্রম ব্যতিরেকে তোমাতে কোন শস্য জন্মিবে না; এবং জঙ্গলও

সেয়াল কাঁটাদির বৃক্ষও তোমাতে জন্মিবে, এ নিমিত্তে এ সকল জন্মে।

মালী। ভাই হে, ঈশ্বর দয়াময় হইয়াও যে কেন এমন দুরন্ত শাপ দিয়াছিলেন, ইহার ভাবতো আমি কিছুই বুঝিতে পারি না বুঝাইয়া বল দেখি?

দং। আমার মনে এই লয়, যে পাপের প্রতি যে ঈশ্বরের অতিশয় ঘৃণা আছে, ইহা মনুষ্যকে জানাইবার জন্যে, আর মনুষ্যেরা যেন জানিতে পারে যে তাহারা সকলেই পাপী, এবং পাপি লোকদের শাস্তি দিবার জন্যে এ প্রকার করিয়াছেন।

মালী। ভাই হে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আদম কি পাপ করিয়াছিলেন? তাহা যদি তুমি জান তবে বিশেষ করিয়া বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা।

দং। হায়২ তুমি কি এ বিষয়ের কিছুই জান না? তবে বলি শুন, ঈশ্বর আদমকে একটা নিয়ম পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করাতে তাঁহাতে পাপ প্রবেশ করিয়াছিল।

মালী। ভাই হে, আমিতো এবিষয়ের পূর্ব্বাপর কিছুই জানি না, তাবৎ বৃত্তান্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বল, তবে আমি বুঝিতে পারিব।

দং। বলি শুন, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়া আদমকে এই কহিয়াছিলেন, যে ওহে আদম, তুমি যদি আমার আজ্ঞা পালন কর তবে তোমার ও তোমার সন্তানদের পরম সুখ হইবে, নতুবা ইহকালে নানা দুঃখভোগ করিয়া পরকালে নরকে মগ্ন থাকিতে হইবে।

মালী। আমি বুঝি যে ঈশ্বর আদমকে যে নিয়ম

পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন সে অতি শক্ত না হইবে।

দ°। হাঁ হে ভাই, সে অতি সহজ, আদম পালন করিলে অনায়াসে পালন করিতে পারিতেন; এবং তাহা পালন করিতে পারেন এমন শক্তিও ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

মালী। ঈশ্বর কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বল দেখি শুনি?

দ°। ঈশ্বর প্রথমতঃ আদমকে সৃষ্টি করিয়া এদেন নামক এক বাগানে বসতি করাইয়া কহিলেন, যে এই বাগানের মধ্যে যত বৃক্ষ আছে তুমি সকলেরি ফল খাইও, কেবল মধ্যস্থিত সদসৎজ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইও না; যে দিনে তাহা খাইবা সে দিনে অবশ্য মরিবা।

মালী। হায়২ ঈশ্বরের এই আজ্ঞা পালন করাতো কিছুই কঠিন নহে, অতি সহজ কর্ম্ম, তবে আদম পালন করিলেন না কেন?

দ°। ভাই হে, তৎকালীন তিনি মনে২ স্থির করিয়াছিলেন, যে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব, কিন্তু শয়তান এমনি ধূর্ত্ত, যে আপন ধূর্ত্ততাতে তাঁহার স্ত্রীর মন ভুলাইল। পরে ঐ স্ত্রী আপন স্বামিকে ঐ ফল দিল, তিনিও তাহাতে লোভী হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই ফল খাইলেন। ইহার বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া তবে কহি শুন। শয়তান এক দিবস সর্প রূপ ধারণ করিয়া আদমের স্ত্রীকে কহিল, যে ওগো ঈশ্বর কি এই উদ্যানের প্রত্যেক বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন?

তাহাতে নারী কহিল, যে হাঁ, খাইতে বলিয়াছেন বটে; কিন্তু কহিয়াছেন, যে উদ্যানের মধ্যস্থানস্থ বৃক্ষের ফল খাইও না ও তাহা স্পর্শও করিও না, পাছে তাহাতে তোমরা মর। তাহার পর ঐ সর্প নারীকে বলিল, যে তাহা করিলে তোমরা কদাচ মরিবা না বরং যে দিনে তাহা খাইবা সে দিনে তোমাদের চক্ষু খোলা গিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জানিতে পারিবা, ইহা জানিয়া তিনি তাহা খাইতে বারণ করিয়াছিলেন। তখন নারী তাহার কথা সত্য জ্ঞান করিল, এবং সেই বৃক্ষের ফল অতি সুদৃশ্য দেখিয়া মনে করিল, যে ইহা সুমিষ্ট ও জ্ঞানদায়কও হইতে পারে। পরে তাহা পাড়িয়া আপনি খাইল ও আপন স্বামিকে দিল, তাহাতে সেও খাইল।

মালী। ভাই হে, এ কথা আমার সত্য বোধ হইল, আমিও শুনিয়াছি যে শয়তান অতি খল ও দুষ্ট জাতি, এবং সে মনুষ্যের শত্রু, তাহাহইতেই ইহা হইয়াছে?

দং। হাঁ ভাই, শয়তান এমনি দুষ্ট যে সে এইক্ষণেও দুষ্কর্ম্মেতে মনুষ্যদের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া কোন প্রকারে তাহাদের নরকভোগ হয় এই তাহার চেষ্টা।

মালী। ঈশ্বর কি আপন আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য দোষেতে আদমকে কিছু শাস্তি দিয়াছিলেন?

দং। হাঁ দিয়াছিলেন বই কি, তুমি ভুল কেন? আমি তো পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছিলাম, যে আমাদের আদি পুরুষ আদমের পাপের নিমিত্তে ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই এত জঙ্গল জন্মে। আরো এক কথা বলি শুন, কেবল পৃথিবী শাপগ্রস্ত হইয়াছিল

এমত নহে, ঈশ্বর আদমের স্ত্রীকেও এই শাপ দিয়াছিলেন, যে গর্ভ্ভ ধারণদ্বারা আমি তোমার অতিশয় দুঃখ বাড়াইব, এবং অতি কষ্টেতে সন্তান প্রসব হইবা। তাহার সাক্ষী দেখ, প্রায় স্ত্রী লোক মাত্রই অতি ক্লেশে প্রসব হয়, এবং তাহাদের গর্ভ্ভস্থ সন্তানেরও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কাহার ২ মৃত্যু হয়, কেহ ২ বা অত্যল্প কাল বাঁচিয়া থাকিয়া মরে। আর মনুষ্যদের মধ্যে যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ জন্মিতেছে, এবং রোগ শোক পীড়া নানা প্রকার মনস্তাপ পাইয়া যে শেষে মরিতেছে, তাহার কারণও হইয়াছে আমাদের ঐ পাপ। ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, যথা "এক জনের দ্বারা জগতে পাপ প্রবেশ করিল, এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু, এবং তাহাতে সকলে পাপকারী হইলে মৃত্যু সকলের উপর আইল।" ফলতঃ, আদম আমাদিগের এক প্রকার প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন, এ কারণ তাহার সন্তানদের প্রতিও সেই শাপ বর্ত্তিল।

মালী। আমি মনে করি যে তুমি যে সকল বৃত্তান্ত কহিলা তাহা এ দেশের অল্প লোক জানে।

দং। হাঁ ভাই, এ কথা সত্য বটে; তাহার কারণ এই, যে এ দেশীয় লোকদিগকে কেহ এ সকল বৃত্তান্ত শুনাইলেও ইহারা মনোযোগ করিয়া শুনে না, তাহাতেই তাহারা আপদগ্রস্ত হয়।

মালী। কি প্রকারে তাহারা আপদগ্রস্ত হয় তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল?

দং। তবে বলি শুন, দেখ কাহার পীড়া হইলে সে লোকদ্বারা একজন বৈদ্যকে আনিতে অবশ্য যত্ন করে,

পরে সেই বৈদ্য কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ যোগ্য এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিয়া বিহিত ঔষধ দিলে রোগী যদি আস্থাপূর্ব্বক তাহা সেবন করে তবে অবশ্য সুস্থ হয়; কিন্তু সে যদি আপন পীড়া বিবেচনা করিতে না পারে, কিম্বা তুমি পীড়িত আছ এ কথা বলিলেও না শুনে, এবং কোন বৈদ্যকে না চাহে, কিম্বা ঔষধ সেবন না করে, তবে সে রোগ-হইতে মুক্ত না হইয়া বরং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়।

মালী। তুমি তো দৃষ্টান্ত কথাতে কহিলা ইহার ভাবার্থ আমাকে বুঝাইয়া বল।

দং। ইহার ভাবার্থ এই, যে এ স্থানে পীড়া পদে পাপকে বুঝায়, আর পীড়িত পদে পাপিকে বুঝায়, এবং চিকিৎসক খ্রীষ্ট, ও তাঁহার প্রতিনিধি ধর্ম্মাত্মা, এবং ঔষধ হইয়াছে খ্রীষ্টের রক্ত; অতএব পাপরূপ পীড়াতে পীড়িত ব্যক্তিরা যদি য়িশু খ্রীষ্টকে অন্বেষণ করিয়া তাহাতে আস্থা করে তবে তাহারা ধর্ম্মাত্মাদ্বারা পাপরূপ পীড়াহইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কালাবধি পরমসুখে থাকিবে: কিন্তু যে আপন পাপবিষয়ে চৈতন্য না পাইয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করে, সে পাপের নিমিত্তে সদা কাল ঘোর নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

মালী। ভাই হে কি অপূর্ব্ব কথা শুনাইলা? বল দেখি য়িশু খ্রীষ্টের রক্ত কি প্রকারে পাপরোগের ঔষধ হইতে পারে, আমিতো বুঝিতে পারিলাম না।

দং। এ বড় নিগূঢ়ার্থ কথা তোমাকে বুঝাইয়া কহি। শুন, য়িশু খ্রীষ্ট পাপি লোকদিগকে পাপহইতে মুক্ত

করিবার জন্যে ক্রুশ নামে এক যন্ত্রের উপরে আপন রক্তপাত করিলেন, তাহাতে ধর্ম্মাত্মা লোকদের মনেতে ঐ প্রায়শ্চিত্ত রূপ রক্তেতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তাহাতে তাহারা পাপহইতে মুক্ত হয়; এ কারণ তাহাকে ঔষধ বলা যায়। যেমন আর২ ঔষধদ্বারা জ্বরাদি পীড়া যায় তেমনি এই ঔষধদ্বারা পাপ রোগের বিমোচন হয়।

মালী। এমন আশ্চর্য্য কথা তো আমি কখন শুনি নাই, তবে বুঝি যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হইবেন?

দ°। তুমি যাহা বুঝিয়াছ সে সত্য, তিনি ঈশ্বরই বটেন; তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই, যথা "প্রথমে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর," এস্থলে বাক্যপদে যিশু খ্রীষ্টের একটী নাম। ফলতঃ বাক্য যিশু খ্রীষ্ট নশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যদের প্রতিনিধি রূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, পরে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর তিন বৎসর যিহুদা দেশের লোকদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রচার ও নানা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং যে দিনে তিনি মনুষ্যদের বদলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আপন প্রাণ দিলেন, তাহার পূর্ব্ব দিবসে রাত্রিতে এক বাগানে পাপিদের ভোগ্য ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁহার উপর পড়াতে বিস্তর দুঃখভোগ করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহারি কোন এক কৃতঘ্ন শিষ্য শঠতা করিয়া যিহুদীদের যাজকগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিল, পরে তাহারা ক্রুশ যন্ত্রেতে তাঁহাকে হত্যা করিল। এই২

রূপে তাঁহার মৃত্যু হইলে যুষফ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার মৃত দেহ লইয়া কোন বাগানের মধ্যে কবর দিয়াছিল। পরে তৃতীয় দিবসানন্তর তিনি সমাধিহইতে সজীব হইয়া গাত্রোত্থান করত আপন দ্বাদশ শিষ্যদিগকে ও আর২ অনেক লোককে দেখা দিয়াছিলেন, এবং তদবধি ৪০ দিন পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে থাকিয়া শিষ্যদের সাক্ষাতে স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিলেন, এইক্ষণে তিনি সেই স্থানে মনুষ্যদের রাজা ও ত্রাণকর্ত্তা হইয়া আছেন। যে জন তাঁহাতে বিশ্বাস করে তিনি তাহার পাপমোচন করেন।

মালী। এতো বড় আশ্চর্য্য, ভাই। যিশু খ্রীষ্টের উপাখ্যান আমি কখন শুনি নাই, তাঁহার আর২ যে সকল বৃত্তান্ত আছে তাহাও আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

দং। তোমার এ কথাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইল, যিশু খ্রীষ্টের তাবৎ বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, সম্প্রতি বেলা বিস্তর হইয়াছে, সাহেব এইক্ষণেই ঘরে আসিবেন, এবং আমারও যথেষ্ট কর্ম্ম আছে; তুমি আজি বিদায় হও, যদি তোমার এ বিষয়ের আর কিছু শুনিতে ইচ্ছা থাকে তবে কল্য আইস, তোমাকে বলিব।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

মালী। সেলাম ভাই দরওয়ান, বাগানের মিথ্যা ঘাসের উপলক্ষে আর কিছু অধিক শুনিবার বাঞ্ছাতে

আজি আরবার আইলাম; যদি তোমার অবকাশ থাকে তবে যাহা জান তাহা আমাকে বল।

দ°। আইসং ভাই বৈস, এইক্ষণে আমার অবকাশ আছে, যাহা জানি তাহা তোমাকে বলি। কিন্তু প্রথমতঃ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অন্তঃকরণ যে ঠিক সাহেবের বাগানের মত তাহা কি তোমার কখন বোধ হয় নাই?

মালী। না আমারতো এমন ভাবনা কখন উপস্থিত হয় না, তাহা কিসে হইতে পারে?

দ°। ভাই হে, কেবল তোমারি অন্তঃকরণ যে ঐ বাগানের মত তাহা নয়, মনুষ্য মাত্রের অন্তঃকরণ তেমনি জানিবা, সে কি প্রকারে হয় তাহা শুন। বাগানে জঙ্গলাদি যেমন আপনাহইতে জন্মে মনুষ্যের অন্তঃকরণে পাপের উৎপত্তিও তেমনি জানিবা; দেখ, কুমন্ত্রণা, পরদার, ব্যভিচারক্রিয়া, বধ, চৌর্য্য, লোভ, দুষ্টতা, কপট, কামুকতা, মাৎসর্য্য, পাষণ্ডতা, অহঙ্কার, উন্মত্ততা, এই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণহইতে আপনি উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে অপবিত্র করে। কিন্তু শয়তান মনুষ্যদের অন্তঃকরণে এই সকল পাপের বীজ বপন করিল; পরে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখা পল্লব বহির্গত করত তাহাদের অন্তঃকরণকে আচ্ছাদিত করিল।

মালী। আমারও এমনি বোধ হয় বটে, যে মনুষ্যের অন্তঃকরণ পূর্ব্বে ভাল ছিল; কিন্তু কখন ছিল তাহা যদি তুমি জান তবে আমাকে বিস্তার করিয়া বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা।

দং। তবে বলি শুন, শাস্ত্রে লেখে যেমত বলা-গিয়াছে, যে যখন ঈশ্বর প্রথমতঃ মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন তখন তাহার নির্ম্মল স্বভাব ও যথার্থ জ্ঞান ছিল, এবং তাহার অন্তঃকরণে পাপের লেশও ছিল না; কিন্তু শয়তানের কুপরামর্শেতে নিষিদ্ধ ফলভোজন করা-তে তাহার অন্তঃকরণে পাপ স্পর্শিল; অতএব সেই অবধি মনুষ্যের অন্তঃকরণ রূপ উদ্যানে জঙ্গলাদি স্বরূপ পাপ আপনাহইতেই জন্মিয়া আসিতেছে।

মালী। এ অসম্ভব কথা, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আমার মনে হয় যে ঈশ্বর পাপের সৃজন-কর্ত্তা, তিনিই কু প্রবৃত্তি জন্মাইয়া মনুষ্যকে পাপ করান।

দং। হায়২ ভাই হে, অজ্ঞানের মত তোমার এই কথা শুনিয়া আমি বড় মনঃপীড়া পাইলাম, যে হেতুক তুমি এ কথাতে ঈশ্বরের নিন্দা করিলা, তাহা করিলে বড় পাপ জন্মে; অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করি যে এমন কথা কখন মনেও করিও না। দেখ দেখি, তোমার সাহেব কিছু বাগানে জঙ্গল পুতিতে চাকর-দিগকে বলেন না, এবং তাঁহার ইচ্ছাও নয় যে বাগানে জঙ্গল জন্মে; তেমনি ঈশ্বরও মনুষ্যের অন্তঃকরণে পা-পের বীজ বপন করেন না, এবং মনুষ্য যে পাপ করে এমত ইচ্ছাও তাঁহার নয়।

মালী। ভাই হে, অনেকেই বলিয়া থাকে যে ঈশ্বর পাপ করান, আমিও সে মত বলিয়াছিলাম, কিন্তু এই-ক্ষণে তোমার কথাতে বুঝিলাম যে সে কথা কিছু নয়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

দং। আমি কোন খদ্যোত, যে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু তুমি এই কথা কহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াছ; অতএব তাঁহার স্থানে প্রার্থনা কর যে তিনি যেন তোমার দোষ ক্ষমা করেন। দেখ, অনেক লোক অজ্ঞান ব্যক্তিদের কথাকে সত্য জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ব্যবহার করত ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হয়, এ জন্যে আমি তোমাকে এই একটী পরামর্শ দেই, যে কোন ব্যক্তি কোন কথা কহিলে তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করিবা না। আর আমি যে কথা বলিলাম তাহার আরো প্রমাণ দেই, তাহাতে মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবা, যে ঈশ্বর পাপ করান না। দেখ, আপন রাজ্য যাহাতে নষ্ট হয় এমত কর্ম্ম করিতে পরামর্শ কোন রাজাই কাহাকে দেন না, ও বিচারকর্ত্তা খুন করিতে কিম্বা চুরি করিতে ও কুকর্ম্ম করিতে কাহাকেও কখন আজ্ঞা দেন না, এবং উত্তম যে পিতা তিনি পুত্রকে কদাচ কুশিক্ষা দেন না; অতএব সকলের রাজাধিরাজ ও যথার্থ বিচারকর্ত্তা ও পিতা স্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে পাপ করিতে প্রবৃত্তি লওয়ান ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আর দেখ, যিনি মনুষ্যদিগকে পাপহইতে উদ্ধার করিবার জন্যে আপন পুত্র যিশু খীষ্টকে তাহাদের বদলে পাপের শাস্তিভোগ করিতে পৃথিবীতে পাঠাইলেন, তিনি কি প্রকারে পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন? কিম্বা মনুষ্যকে পাপ করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারেন? অতএব তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি ভাই, এমন কি কখন হইতে পারে!

মালী। ভাই হে, তোমার এ সকল কথা শুনিয়া মনেং বিবেচনা করিলাম, যে তুমি যাহাং কহিয়াছ সে সকলি সত্য বটে।

দং। ইহাতে আমার পরম সন্তোষ হইল, কিন্তু তোমাকে একটী কথা বলি, আমার এই কথা যদি সত্য বোধ করিয়াছ, তবে মনে রাখিয়া আত্মীয় বন্ধু লোককে শুনাও, এবং তাহাদিগকে বল যে তাহারা যেন ঐ সকল মিথ্যা কথাতে আর বিশ্বাস না করে।

মালী। ভাল, তুমি যাহা বলিলা তাহাই করিব, কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার অন্তঃকরণের যে কু অভিলাষ তাহাহইতে কি প্রকারে মুক্ত হইতে পারি, ইহার উপায় কিছু জান?

দং। সে কথা পশ্চাৎ বলিব, এইক্ষণে আমি তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দেও, যদি কোন মালী আপন মনিবের বাগান অপরিষ্কার করিয়া রাখে তবে মনিব তাহার প্রতি কি ব্যবহার করিবে?

মালী। আমি এই বুঝি যে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া অন্য এক জন উপযুক্ত লোককে আপন বাগানে নিযুক্ত করিবেন।

দং। হাঁ সত্যই বটে, তবে ঈশ্বরও এইরূপ করেন জানিবা। যখন মনুষ্যের অন্তঃকরণ পাপদ্বারা অপবিত্র হইয়া থাকে তখন তিনি তাহা পবিত্র করিবার জন্যে ধর্ম্মাত্মাকে নিযুক্ত করেন। অপর আরও একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই মালী যদি সেই নূতন লোককে বাগানে প্রবেশ করিতে না দেয় তবে তাহার মনিব কিবলিবে কিম্বা কি করিবে?

মালী। আমি এই বুঝি, যে সেই স্বামী আপন লোক-দ্বারা তোমাকে এই কথা বলিয়া ধমকাইয়া পাঠাইবেন, যে তুমি যদি এই নূতন মালিকে বাগানে প্রবেশ করিতে না দেও, তবে তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কারাগারে পাঠাইয়া দিব।

দ°। হাঁ, তুমি স্থির বুঝিয়াছ বটে, তবে ঈশ্বরও সেই রূপ ব্যবহার করিবেন; কেননা ধর্ম্মগ্রন্থদ্বারা তিনি সকলকে এই জ্ঞাত করাইতেছেন, যে যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র না মানিবে, ও যিশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় না করিবে, এবং আপন অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মাকে গ্রহণ না করিবে, আমি তাহাকে নরক রূপ কারাগারে পাঠাইব। দেখ, ভাই মালী, তুমি জন্মাবধি ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ, এবং কাল প্রায় গেল, মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী, ইহা তোমার কিছুই বোধ নাই; এ প্রযুক্ত অতি অজ্ঞানের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া আছ। আর এই রূপ থাকিয়া তোমার মৃত্যু হইলে অবশ্য নরকে যাইতে হইবে; কিন্তু এইক্ষণেও ইহার উপায় আছে, তুমি যদি মন দিয়া শুন তবে আমি বলি। কি জান, তুমি সাবধান পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে অন্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন তোমার অন্তঃকরণ পবিত্র করিবার জন্যে ধর্ম্মাত্মাকে প্রেরণ করেন, তবেই তোমার উদ্ধার হইতে পারিবে; নতুবা অনন্তকাল নরকে থাকিতে হইবে।

মালী। ভাই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভাবনা হইতেছে। এ নরকযন্ত্রণা আমি কি প্রকারে

সহিব। আর তুমি আমাকে ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মাত্মা প্রার্থনা করিতে কহিলা বটে, কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিতে হয়, আমি কিছুই জানি না; অতএব তোমাকে এই মিনতি করি, যে অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রকার আমাকে বল।

দং। ভাল ভাই, তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে তাহা আমি তোমাকে কহি, শুন। তুমি নির্জন স্থানে গিয়া একান্ত ভাবেতে কায়মনোবাক্যে খেদ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ প্রকারে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তাহা করিলেই তিনি তোমার মানস পূর্ণ করিবেন; কেননা শাস্ত্রে বলে, "যে ব্যক্তি দৃঢ় অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তিনি তাহার প্রতি অবশ্যই অনুকূল হন," অতএব এ প্রকারে প্রার্থনা কর; যে হে গুপ্তস্থানদর্শিন্ সর্ব্বজ্ঞ দয়াময় ঈশ্বর, আমি অতি নরাধম, পাপিষ্ঠ, উপায়হীন, কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয়, আমি অতি অজ্ঞ; অতএব দাসের নিবেদন এই, যে তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া প্রার্থনা করিবার শক্তি আমাকে দেও, এবং আমার অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মাকে প্রদান কর, তিনি যেন আমার পারমার্থিক জ্ঞানোদয় করান। হে করুণাময় ঈশ্বর, আমি কুচিন্তা ও কুবাক্য ও কুকর্ম্মের দ্বারা যে২ অপরাধ করিয়াছি, সে সকল তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এবং সমস্ত পাপহইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে ঈশ্বর, অনুকূল হইয়া আমার প্রতি এই সকল কৃপা প্রকাশ কর, যে তাহাতে যেন আমার পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া ধর্ম্মের প্রতি মতি হয়। হে দয়াময় ঈশ্বর, ক পথহইতে

আমাকে উদ্ধার করিয়া সুপথ গ্রহণ করাও, যিশু খ্রীষ্টের নামেতে আমি এই সকল অনুগ্রহ তোমার স্থানে যাচ্ঞা করি, আমেন।

মালী। ভাই দরওয়ান, তুমি আমার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিলা, এবং আমিও তোমার এই সকল সু শিক্ষা মনের মধ্যে অবশ্য ধারণ করিব; কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দুষ্ট মতি মনুষ্য যদি অন্তঃকরণের মধ্যে ধর্ম্মাত্মাকে প্রবেশ করিতে না দেয়, তবে তিনি কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইতে পারেন?

দং। ভাই হে, মনুষ্য এমনি পাষণ্ড বটে, কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাহেব যদি পূর্ব্বের মালিকে অতিশয় ভাল বাসাতে তাহাকে ছাড়াইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলেন, যে তুমি যদি এই নূতন মালিকে বাগানে প্রবিষ্ট হইতে দেও, এবং তাহার বশে থাকিয়া যদি তাহার শিক্ষানুসারে কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমাকে কদাচ ছাড়াইব না, বরং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমত চেষ্টা সর্ব্বদা পাইব; তবে সেই মালী সাহেবের এমত অনুগ্রহ বাক্য শুনিয়াও কি নূতন মালিকে বাগানে প্রবেশ করিতে দিবে না?

মালী। হাঁ ভাই, আমি বুঝি যে অবশ্য দিবে; কিন্তু সে যদি তথাপি সাহেবের বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করে, তবে তাহার অবশ্য দণ্ড হইবে।

দং। ভাই হে, তুমিতো ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছ, তবে ঈশ্বরও মনুষ্যের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করেন জানি-

বা। সে কি প্রকার, তাহা ভাঙ্গিয়া বলি শুন। মনুষ্যের প্রতি যে আমার অতিশয় প্রেম আছে, ও মনুষ্য যেন কোন ক্রমে নরকযন্ত্রণা না পায়, ঈশ্বর আপনার এই ইচ্ছা প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা ধর্ম্মপুস্তকে তাহাদিগকে জানাইয়াছেন; যথা "অতএব মন্দ হইয়াও তোমরা যদি আপনাদের বালকদিগকে ভাল সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা আপন যাচকদিগকে কতোধিক ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিবেন?" ফল, যে কেহ ইচ্ছা করে তাহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মা প্রবিষ্ট হন, এবং খ্রীষ্টের অনুরোধে পরমেশ্বর এমন লোকের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া অনন্ত পরমায়ু তাহাকে দিবেন, আর ঈশ্বরের এই বাক্য শুনিয়াও যে ইহাতে শ্রদ্ধা না করিবে, ঈশ্বরের নিকটে তাহার অতি বড় দণ্ড হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি ইহাতে বিশ্বাস করিবে, তাহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মা প্রবেশ করিবেন।

মালী। ভাল, ঈশ্বরের বাক্যেতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেই ধর্ম্মাত্মা যে আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিবেন, তাহা কি আমি দেখিতে পাইব?

দ°। না ভাই, তাহা তুমি দেখিতে পাইবা না, কিন্তু ফলদ্বারা জানিতে পারিবা; যেমন বায়ু যখন বাগানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার আকার কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহার কর্ম্ম সকলে দেখিতে পারে; যে হেতুক বৃক্ষের ঊর্দ্ধশিরা শাখা সকল নম্রতাকে পায়, তেমনি অহঙ্কৃত মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্মাত্মা প্রবেশ করিলে সেই লোক নম্র হয়। অপর মালী যদি প্রথমতঃ বাগানের সমস্ত জঙ্গলাদি নিড়াইয়া পশ্চাৎ বীজ

বপন করে, তবে অল্প দিনের মধ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; তেমনি ধর্ম্মাত্মা মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাহইতে নানা কুচিন্তা রূপ তৃণ উপড়াইয়া ধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন, পরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া যথার্থ ফল ফলে।

মালী। ভাই হে, জঙ্গলেতে পরিপূর্ণ বাগানকে যে পরিষ্কার করা সে অতি শ্রমের কর্ম্ম।

দং। হাঁ ভাই, সে কথা সত্য বটে, আর ধর্ম্মাত্মাদ্বারা যে অন্তঃকরণকে পবিত্র করা সে ইহাহইতেও কঠিন কর্ম্ম। তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের অন্তঃকরণ রূপ উদ্যানে জঙ্গল স্বরূপ যে সকল পাপ থাকে সে সকলের নাম তুমি জান?

মালী। না ভাই, তাহা কানেও কখন শুনি নাই, কিন্তু শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

দং। সে সকল পাপের নাম ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, যথা "সম্প্রতি শারীরিক ক্রিয়া প্রকাশিত আছে, অর্থাৎ পরদার, ব্যভিচার, অশুচিতা, কাম, দেবপূজা, ডাইনপনা, বিরোধ, দ্বেষ, উষ্মতা, কলহ, দাঁংপনা, বিধর্ম্মাচরণ, মাৎসর্য্য, হত্যা, মত্ততা, ব্যলীকতা," এই ২ কর্ম্ম করিলে স্বর্গাধিকার পাইবে না।

মালী। ভাই হে, এ সকল পাপ তো প্রায় তাবৎ মনুষ্যতেই আছে।

দং। হাঁ ভাই, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে এই সকল পাপের মূল দৃঢ় রূপে বসিয়াছে এটা বড় দুঃখের বিষয়।

মালী। এটা অতিশয় দুঃখের বিষয়ই বটে, তবে তো আমার বোধ হয় যে ধর্ম্মাত্মা যে মনুষ্যের অন্তঃ-

করণহইতে পাপের মূলোৎপাটন করিয়া তাহাকে পবিত্র করিবেন, সেটাও সহজ কর্ম্ম নহে।

দং। না, তাহা কদাচ নহে; কেননা মনুষ্যদের স্বভাবই অতি মন্দ, তাহাতে পাপের বৃদ্ধি বই আর হ্রাস হয় না, এবং তাহারা পাপকে অতি প্রিয় জ্ঞান করে। আর তাহাদের কখন এমন ইচ্ছা হয় না, যে অন্তঃকরণহইতে পাপ দূর হয়; কিন্তু যে পাপ ত্যাগ না করিবে তাহাকে চিরকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হইবে। ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে; যথা "ভয়ার্ত্ত, ও অপ্রত্যয়ী, ও ঘৃণাকারী, ও বধকারী, ও লোচ্চা, ও মায়াবী, ও দেবপূজক, ও মিথ্যাবাদী সকল, ইহাদের অধিকার অগ্নি ও গন্ধকেতে প্রজ্বলিত সাগরে হইবে; সেই দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ নরকযন্ত্রণা।"

মালী। ভাই হে, নানা অস্ত্রদ্বারাতে বাগানকে পরিষ্কার করে, অতএব ধর্ম্মাত্মা কি২ উপায়দ্বারা মনকে পবিত্র করেন, তাহা আমাকে বল দেখি।

দং। বলি শুন, একান্ত চিত্তেতে ধর্ম্ম পুস্তকের পাঠ, ও শ্রবণ, ও ঈশ্বরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি কর্ম্ম হইয়াছে উপায়, ইহা করিলেই ক্রমেং অন্তঃকরণ পবিত্রীকৃত হইতে পারে।

মালী। ভাল, তুমি যাহা বলিলা তাহাই আমি করিব; কিন্তু পাপের নাম ও তাহার ধ্বংস যাহাতে হয় তাহা তো শুনিলাম, সম্প্রতি ধর্ম্মাত্মা অন্তঃকরণের মধ্যে যে বীজ বপন করেন তাহার নাম জানিতে আমার বড় ইচ্ছা।

দং। ধর্ম্ম পুস্তকে তাহার এই নাম লিখিত আছে, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছে ধর্ম্মের বীজ, যেমন বাগানের

মধ্যে রোপিত বীজের অঙ্কুর হওন কালীন কেহ দেখিতে পায় না, তেমনি ধর্ম্ম বীজের অঙ্কুর ও অন্তঃকরণের মধ্যে অদৃশ্য রূপে উৎপন্ন হয়। পরে কিছু কালের মধ্যে তাহা বৃদ্ধি পাইলে মনুষ্যের আচরণদ্বারা প্রকাশিত হইয়া তাহাতে নানা প্রকার যথার্থের ফল ফলে। সে সকল ফলের নাম ধর্ম্ম পুস্তকেই লিখিত আছে; যথা "আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, নির্বিরোধিতা, দীর্ঘকাল ক্ষমা, মৃদুতা, ভদ্রতা, বিশ্বাস, নম্রতা, মিতাচারিত্ব, ইহার বিরুদ্ধে কোন শাস্ত্র নাই।" ফল, ধর্ম্মাত্মা প্রথমতঃ মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমেং পাপের ধ্বংস করত তাহাকে পবিত্র করেন, পরে এই সকল যথার্থতার ফল ফলান।

মালী। কোন মনুষ্যের মন এই রূপে পবিত্র হয়? তাহা আমাকে বল দেখি।

দং। যে লোক যিশু খ্রীষ্টেতে প্রকৃত বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মতাবলম্বী হয় তাহারি অন্তঃকরণ এই রূপ পবিত্রীকৃত হয়, এবং খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া তাহার একটা বিশেষ নাম হয়।

মালী। তোমার এ কথাটী আমার সত্য বোধ হয় না, যে হেতুক দেখিতেছি যে শতং লোক আপনাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া বলে, অথচ তাহারা কু কর্ম্ম বই আর কিছুই করে না।

দং। তুমি যাহা বলিতেছ সে যথার্থ বটে, কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টীয়ান নামমাত্র ধরে; ফলতঃ প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান নহে; তাহা হইলে কি পাপেতে রত থাকে? কিন্তু তমি এই নিশ্চয় জানিও, যে তাহারা যদি এই সকল

কুকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনং অন্তঃকরণে পাপবিষয়ে খেদ না করে, তবে অনন্ত নরকযন্ত্রণা সদা কাল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

মালী। ভাল ভাই, আজি এই পর্য্যন্ত থাকুক, আমার অধিক অবকাশ নাই, যে তোমার সঙ্গে বিস্তর কথোপকথন করি; অতএব অদ্য তোমার নিকটহইতে বিদায় হইলাম।

দং। তবে তুমি যাও, কিন্তু আমার এই একটী কথা তুমি নিশ্চয় জ্ঞানে মনে রাখিও। যদি তুমি মনেং এমত ভাব, যে যিশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপমোচন হইবে না, এবং ধর্ম্মাত্মাদ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে না, তবে নিত্য স্বর্গের অক্ষয় সুখ কোন মতে ভোগ করিতে পাইবা না।

মালী। ভাই দরওয়ান, তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার কথা অবশ্য মানিব, যে হেতুক তোমার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আমার মঙ্গল চিন্তা আছে।

দং। ও ভাই, আমি কেবল তোমারি মঙ্গল চিন্তা করি এমত নহে, সকলেরি ভাল চেষ্টা করি; এবং স্নেহ প্রযুক্ত ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে তাঁহার কপাতে সকলে যেন নরকহইতে উদ্ধার পায়।

মালী। ভাই হে, আমি বুঝিলাম যে তুমি এক জন প্রকৃত সাধু লোক বট, তোমার এ সকল কথা শুনিয়া আমার পরম লাভ হইল; এক্ষণে আমি নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। ঈশ্বর করেন যেন তোমার কথানুসারে আমার মন হয়। পরে অবকাশ ক্রমে তোমার নিকটে আসিয়া আরো সৎ কথা শুনিব।